মেহেরপুরে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালিত

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির চেয়ারম্যান ও জেলা ও দায়রা জজ মো. গোলাম কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলী মাসুদ শেখ, পারিবারিক আপিল আদালতের বিচারক মো. কেরামত আলী, শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ইমদাদুল হক, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার লাবনী সুলতানা, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সুবিধাভোগী বেগম আলিয়া খাতুন ও শাকিল আহমেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সিনিয়র সহকারী জজ (সদর) মো. মাসুদ রানা।

এর আগে দিবসটি উপলক্ষে সকালে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। জেলা ও দায়রা জজ মো. গোলাম কবিরের নেতৃত্বে র্যালিটি আদালত প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে শান্তির প্রতীক হিসেবে পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে দিবসের উদ্বোধন করা হয়। এছাড়া দিবসটি উপলক্ষে আইনজীবী প্যানেলের সদস্য এ কে এম জিল্লুর রহমান ও রুত সোভা মণ্ডলকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

গাংনীতে পরীক্ষা কেন্দ্রে

স্মার্টফোন রাখায় পরিদর্শক

শিক্ষক বহিষ্কার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকালে পকেটে স্মার্টফোন রাখার দায়ে এক পরিদর্শক শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) গাংনী উপজেলার বামন্দী নিশিপুর স্কুল ও কলেজ কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।

কেন্দ্রের সচিব সাজ্জাদুল আনাম স্বপন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রের ১০২ নম্বর কক্ষে দায়িত্ব পালন করছিলেন গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. আরিফ হোসেন (ইসলাম ধর্ম)।

পরিদর্শনের সময় তার পকেটে স্মার্টফোন থাকার বিষয়টি নজরে আসে। এ বিষয়ে তাকে অবহিত করা হলে তিনি মোবাইল ফোন সঙ্গে থাকার কথা স্বীকার করেন।

পরবর্তীতে তার কাছ থেকে একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন জব্দ করা হয় এবং তাকে তাৎক্ষণিকভাবে কক্ষ পরিদর্শকের দায়িত্ব থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হয়। পরে তাকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে নেওয়া হয়।

কেন্দ্র সচিব আরও জানান, বিষয়টি লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডকে অবহিত করা হয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষের পরবর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়

গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্পন্ন

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত উপজেলা পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন, রানারআপ ও ম্যান অব দ্য ম্যাচদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম।

টুর্নামেন্টের বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় মেহেরপুর শহীদ ক্যাপ্টেন আশরাফুল হাফিজ খান দৃষ্টিনন্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রানারআপ হয় ঝাউবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং রানারআপ হয় হরিরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

যুব ক্রিকেট লিগে সেন্ট্রাল জোনে জায়গা পেল মেহেরপুরের শয়ন

মেহেরপুর ক্রিকেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (এমকেএসপি) ছাত্র শয়ন বিশ্বাস যুব ক্রিকেট লিগ ২০২৫-২৬ (একদিনের) আসরে সেন্ট্রাল জোন দলে সুযোগ পেয়েছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন পরিবার, ক্রীড়াবিদ ও সংশ্লিষ্টরা তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে আরও ভালো করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

কাটাতে শুরু করেছে মেহেরপুরের তেল সংকট

মেহেরপুরে সাম্প্রতিক তেল সংকট কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছে জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা। দীর্ঘ লাইনের ভোগান্তি, তেলের সংকট ও অনিশ্চয়তার পর এখন পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

জেলার বিভিন্ন ডিলার পয়েন্ট ও ফিলিং স্টেশনগুলোতে নিয়মিতভাবে পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেল পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকদিন আগেও যেখানে তেল নিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতো, সেখানে এখন পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক। পাম্পগুলোতে ভিড় কমে গেছে; কোথাও কোথাও গ্রাহক খুঁজে তেল বিক্রি করতে হচ্ছে বলেও জানা গেছে।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম জানান, প্রশাসনের কঠোর নজরদারি, সরবরাহ বৃদ্ধি এবং বাজার পরিস্থিতির উন্নতির ফলে এ ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। তিনি বলেন, “বর্তমানে তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। ভোগান্তি কমাতে আমরা নিয়মিত মনিটরিং করছি এবং বাজার স্থিতিশীল রাখতে কাজ করে যাচ্ছি।”

ট্যাগ অফিসার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এখনো মাঠে সক্রিয় থাকলেও আগের মতো চাপ নেই। তাদের উপস্থিতি সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

এদিকে, সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাতের কারণে কৃষকদের ডিজেলের চাহিদা কিছুটা কমেছে, যা বাজারে চাপ কমাতে ভূমিকা রেখেছে। ফলে সামগ্রিকভাবে জ্বালানি বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে।

গাংনীতে পাওনা টাকা চাওয়া নিয়ে সংঘর্ষ,আহত ৩

মেহেরপুরের গাংনীতে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের তিনজন আহত হয়েছে। ভাঙচুর করা হয়েছে সখের ব্যাবহৃত মোটরসাইকেল ও ঘরে থাকা আসবাবপত্র। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের মৃত ফজলু শাহ-র ছেলে জীবনের কাছে টাকা পায় ওই গ্রামের রবি। আজ সোমবার বেলা ১১ টার দিকে রবি তার পাওনা টাকা চাইতে গেলে জীবনের সাথে বাক-বিতন্ডা শুরু হয়।

এসময় জীবন ও শীলন দুই ভাই রবির উপর দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়ে আহত করে।

এ ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে রবির পক্ষের লোকজন পাল্টা হামলা চালিয়ে জীবনের মোটরসাইকেল ও ঘরের আসবাব পত্র ভাঙচুর করে।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে পুলিশ।

এতে উভয় পক্ষের আহত হয়েছে তিনজন ৷ আহত রবিকে উদ্ধার করে চিকিৎসা জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা চান জেলা প্রশাসক

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সঙ্গে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, মুক্তিযোদ্ধা, জুলাই যোদ্ধা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষক, সুশীল সমাজসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

কৃষিপ্রধান মেহেরপুরে কৃষিতে সমৃদ্ধি আনতে এবং কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে নানা পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান জেলা প্রশাসক। একই সঙ্গে প্রকৃত কৃষকরা যাতে সরকারের সকল সুবিধা পেয়ে নতুন নতুন ফসল উৎপাদন করতে পারেন, সে বিষয়েও কাজ করার অঙ্গীকার করেন তিনি। সেই সঙ্গে মেহেরপুরের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করতে রাজনীতিবিদ, সাংবাদিকসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস।

গাংনী উপজেলার ওপর প্রামাণ্যচিত্র উপস্থাপন করেন উপজেলা কৃষি অফিসার মতিয়ার রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আব্দুল্লাহ আল মাসুমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, উপজেলা জামায়াতের আমীর ডা. মো. রবিউল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, এনসিপির মেহেরপুর জেলা শাখার

সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলাম, সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন এবং মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান বকুলসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় গাংনীর সাব-রেজিস্টার অফিসের নানা অনিয়ম নিয়ে জেলা প্রশাসককে অবহিত করেন গাংনীবাসী। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবি জানান উপস্থিত অনেকে।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সীমান্তে প্রায় ১০ হাজার পিচ ইয়াবা উদ্ধার

মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া সীমান্ত এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩৭ লাখ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ মাদক ও ভারতীয় চোরাচালান পণ্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (৪৭ বিজিবি)।

রবিবার (২৬ এপ্রিল) দিনব্যাপী পরিচালিত এসব অভিযানে ইয়াবা, মদ, গাঁজা ও নেশাজাতীয় ওষুধ উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সদর থেকে একটি বিশেষ টহল দল মিরপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়াগামী ‘আলহাজ্ব এন্টারপ্রাইজ’ নামের একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ৯ হাজার ৯৭০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ইয়াবার আনুমানিক মূল্য ২৯ লাখ ৯১ হাজার টাকা।

একই দিন ভোরে কাজীপুর বিওপির একটি দল কাজীপুর বর্ডারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২০ বোতল ভারতীয় মদ, ৯০০ পিস ডেক্সামেথাসন এবং ৬০০ পিস সিপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট জব্দ করে। যার বাজারমূল্য প্রায় ৪

লাখ ৮০ হাজার টাকা।

এছাড়া প্রাগপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ গরুরা মাঠ এলাকা থেকে ২ লাখ ৫৫ হাজার ২০০ টাকা মূল্যের ৪ হাজার ৬৪০ প্যাকেট ভারতীয় পাতার বিড়ি এবং জামালপুর বিওপির ধর্মদাহ মাঠ এলাকা থেকে ৪ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক জানান, জব্দকৃত এসব চোরাচালান পণ্যের সর্বমোট আনুমানিক মূল্য ৩৭ লাখ ৪০ হাজার ২০০ টাকা।

তিনি আরও বলেন, “সীমান্ত সুরক্ষা এবং মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি সবসময় জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করে আসছে।

দেশের যুবসমাজকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা এবং জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখতে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।”

মেহেরপুর প্রশিকার সাবেক কর্মী টুটুল কারাগারে

১৪ লাখ ২৪ হাজার টাকা আত্মসাতের আসামির সামসুজ্জামান টুটুলকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

গত ২৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার মেহেরপুর সদর আমলি আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে আদালত তার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

গত ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর সদর থানায় প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক ওসমান গণি বাদি হয়ে সংস্থার সাবেক কর্মী সামসুজ্জামান টুটুলের বিরুদ্ধে এ মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর-২১।

মামলার বাদি ওসমান গণি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলায় আসামি পক্ষে অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন ও বাদি পক্ষে অ্যাড. এহান উদ্দিন মনা আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, আসামী সামসুজ্জামান টুটুল প্রশিকা মেহেরপুর সদর অফিসের একজন সাবেক কর্মী। আসামী চাকুরীতে যোগদান করার পরে মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণকালে বিভিন্নভাবে আর্থিক অনিয়মে জড়িয়ে পড়ে।

আমি সহ আমার অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ তাকে অনিয়মের বিষয়ে সতর্ক করতে থাকি। তাকে আমরা কোন ভাবে নিবারণ করতে না পেরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আসামীকে নিয়ে আমাদের অফিসে ২৩ ফেব্রুয়ারি মাঠ পর্যায়ে তার প্রদত্ত লোন এবং কাগজে কলমে লোনের স্থিতির হিসাব করতে বসি।

হিসাব কালে দেখা যায় মাঠ পর্যায়ে তার প্রদত্ত লোন এবং স্থিতির মধ্যে ১৪ লাখ ২৪ হাজার ২৩৫ টাকা ঘাটতি আছে। এই পরিমান টাকা সে লোন প্রদানের নামে বিভিন্ন উপায়ে প্রতারণা পূর্বক আত্মসাৎ করেছে। আসামীকে এ বিষয়ে কাগজে কলমে বুঝিয়ে দিলে তিনি সেটি মেনে নেন এবং আত্মসাৎকৃত টাকা অফিসে ফেরত দেবার জন্য এক মাসের সময় চান।

আমি এবং আমার অফিস কর্তৃপক্ষ বিষয়টি আলোচনা করে মানবিক কারণে তাকে এক মাসের সময়ে প্রদান করি এবং তার আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

এজাহারে আরও বলা হয়, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে গত ৬ এপ্রিল দুপুর পৌনে ৩টার দিকে মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়াস্থ আমাম হোসেন মিলুর তিন তলা ভবণের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত প্রশিকা অফিসে আসামী এসে হাজির হয়।

তাকে অফিসের টাকা পরিশোধ করিতে বলিলে তিনি টাকা যোগাড় করতে পারেনি বলে আরো কিছু দিনের সময় চায়। আমরা তাকে সময় দিতে অপরাগতা প্রকাশ করিলে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে চিৎকার করে বলে যে তোরা আমার কাছে কোন টাকাই পাবিনা, আমি কোন টাকাই দিতে পারবো না বলে সে টাকার কথা অস্বীকার করে দম্ভের সাথে অফিস থেকে চলে যায়।

একই ঘটনায় প্রশিকার আরেক কর্মী রীতা সাহা সামসুজ্জামান টুটুলের স্ত্রী পপি খাতুন, আবু আক্তার করণ ও রাশেদ খান মিলনের বিরুদ্ধে

মেহেরপুর সদর থানায় একডি জিডি করেন। যার নম্বর-৮০৬। জিডিতে তিনি উল্লেখ করেন, ৬ এপ্রিলের ঘটনায় তিনি প্রতিবাদ করলে অভিযুক্তরা তাকে অশ্লিল ভাষায় গালাগাল করেন এবং নানরকম হুমকি দেন।

মেহেরপুরে ৫০-৫৫ কোটি টাকার লিচু বিক্রির প্রত্যাশা

মেহেরপুরে দিন দিন বাড়ছে লিচুর চাষ। রসালো ও সুস্বাদু হওয়ায় জেলার লিচুর চাহিদা দেশজুড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিটি বাগানেই চলছে পরিচর্যার কাজ।

আর এক-দুই সপ্তাহের মধ্যেই বাজারে উঠতে শুরু করবে মেহেরপুরের লিচু। তবে বাজারদর ভালো থাকলে ৫০ থেকে ৫৫ কোটি টাকার লিচু বিক্রির প্রত্যাশা করছেন চাষিরা।

গত বছর মেহেরপুর জেলায় ৭১৫ হেক্টর জমিতে লিচুর আবাদ হয়েছিল। এসব বাগান থেকে উৎপাদিত হয় ৬ হাজার ১১০ মেট্রিক টন লিচু, যার বাজারমূল্য ছিল প্রায় ৫০ কোটিরও বেশি।

এ বছর লিচুর আবাদ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮০০ হেক্টরে। বিগত কয়েক বছর ধরে জেলার চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হচ্ছে মেহেরপুরের লিচু। রসালো ও সুস্বাদু হওয়ায় বিভিন্ন বাজারে এ জেলার লিচুর কদর বেশি।

মধুমাসের এ ফলকে ঘিরে চাষিদের মধ্যে দেখা দিয়েছে বাম্পার ফলনের আশা। জেলার প্রায় প্রতিটি লিচু গাছেই থোকায় থোকায় সবুজ লিচু শোভা পাচ্ছে। পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে বাগানে নেওয়া হচ্ছে বাড়তি যত্ন।

জেলায় চায়না থ্রি, বেদেনা, বোম্বাই, মাদ্রাজি, কাঠালী ও আঠি জাতের লিচু উল্লেখযোগ্য।

চাষিরা জানান, আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এবং বড় ধরনের কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে এ বছর রেকর্ড পরিমাণ লিচু উৎপাদন

সম্ভব। তবে ভালো দাম পেলে তবেই তারা লাভবান হবেন।

চিৎলা গ্রামের লিচু বাগান মালিক আব্দুর রহমান বলেন, “পোকামাকড়ের আক্রমণ ঠেকাতে এবং লিচুর স্বাদ ঠিক রাখতে বাগানে বাড়তি যত্ন নেওয়া হচ্ছে।”

যুগিন্দা গ্রামের চাষি হায়াত আলি জানান, “আমার আড়াই বিঘা জমিতে লিচুর বাগান রয়েছে। গত বছর মুকুল আসার সময়ই পাইকারি বিক্রি করে দিয়েছিলাম। এ বছর বেশি যত্ন নিচ্ছি। আবহাওয়া ভালো থাকলে কয়েক লাখ টাকার লিচু বিক্রির আশা করছি।”

আরেক চাষি সিরাজ হোসেন বলেন, “গত বছরের তুলনায় এ বছর ফলন বেশি হবে। পোকামাকড় দমনে নিয়মিত ওষুধ প্রয়োগ করছি। তবে দানা আসার পর বাদুড় ও পাখির উপদ্রব বেড়ে যায়। তাই ঝুঁকি এড়াতে অনেক সময় আগাম বাগান বিক্রি করে দিতে হয়।”

জেলার বড় লিচু ব্যবসায়ী নাজমুল হোসাইন জানান, “এ বছর বাগানগুলোতে ভালো ফলন হয়েছে। আগাম কয়েকটি বাগান কিনেছি। মৌসুমজুড়ে আরও বাগান ও কাউন হিসেবে লিচু কেনা হবে। মেহেরপুরের লিচুর চাহিদা সবসময়ই বেশি।”

আরেক ব্যবসায়ী খাইরুল ইসলাম গোলাপ বলেন, “আগাম লিচু বাজারে উঠলেই পাইকারদের ভিড় বাড়ে। এ বছরও ভালো ব্যবসার আশা করছি। দাম স্থিতিশীল থাকলে ব্যবসায়ী ও চাষি উভয়ই লাভবান হবেন।”

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সনজীব মৃধা বলেন, “গত বছরের তুলনায় এ বছর গাছে লিচুর গুটি বেশি এসেছে। ৫০-৫৫ কোটি টাকার লিচু বিক্রির সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর যদি বিদেশে বাজার তৈরি করতে পারে, তবে চাষিরা আরও বেশি লাভবান হবেন।”

তিনি আরও জানান, মানসম্মত লিচু উৎপাদনে কৃষকদের নিয়মিত পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা সার্বক্ষণিক বাগান মনিটরিং করছেন।